msjCHRONICLE

BRAINWARE UNIVERSITY : DEPARTMENT OF MEDIA SCIENCE AND JOURNALISM

Satyaki Banerjee
Interview P4

Holi Special

Titas Sadhu
Interview P4

IN BRIEF

COVID UPDATE

IN INDIA

CONFIRMED : 8,440

DEATH : 117

VACCINATED : 4,603,203

WEST BENGAL

CONFIRMED : 784

DEATH : 6

VACCINATED : 359,796

msj Chronicle

*The editorial coordinators for this edition of msjChronicle are **Rahul Mondal** and **Mousumi Das**, sixth semester students of the department of Media Science and Journalism.*

Interning for India's largest daily

Ayan Mukherjee

I was given the chance to intern for one month in February 2023 at The Times of India, the most prestigious institution in the Indian media sector and India's largest selling newspaper.

It's not simple to get an internship in The Times of India.

Weather Forecast

SUNNY

Kolkata, West begal

SATURDAY

Partly cloud

Temperature - 31°C
Precipitation - 20%
Humidy - 80%
Wind - 5 km/h

BASANTA UTSAV

BRAINWARE UNIVERSITY

Engulfed in the colours of a vibrant spring festival

Brainware University organized Basanta Utsav (Spring Festival) on Monday, March 6, 2023, in front of UB-III on its sprawling campus. Students performed dance and sang songs. They smeared themselves with abir, highlighting the colours of spring and enjoyed the pre-Holi celebrations. The university looked colourful and all the students and teachers were in traditional attire. Every department took part in the programme and we hope to celebrate the pre-Holi festivities in a huge way next year.

Anoushka Dutta

This year, Holi was a completely new experience for me because it was my first time in Kolkata and that too in my university. The songs and dances at the event were wonderful to watch. We put colour on each other and clicked pictures; it was such fun. The one-hour programme that began at 3pm ended with lovely group photos. When we were on our way back home, we found a group of senior students jamming in a nearby restaurant. Their performance was so mesmerizing that my friends and I couldn't help join them. We danced, sang and made videos to wrap up a really beautiful day.

Floricka Boruah

Brainware University celebrated Basanta Utsav with a cultural programme on March 6. It was a beautiful welcome to spring with colours and music, which has now become an integral part of the Bengali culture. It was my first experience of such an event, full of joy, happiness and colourful environment. The whole campus celebrated with great pomp and show. Students exchanged abir with their friends. The group dance performances, the solo dance and solo made everyone vibe with happinesss. I enjoyed seeing the dance performed by the dance club students that included Sathi, one of our classmates. The colours in the air left mesmerizing views. Lastly, the Holi songs were played and everyone danced, enjoying this festival to the fullest.

Megha Jha

Brainware University had arranged Basanta Utsav on the campus. Everyone was smeared with colours and the dress code for the occasion was traditional. So many students and teachers wore sarees, kurtas. The occasion started at 3pm and many performances were held, like dancing, singing and music. The song by Anirban Sarkar boosted the mood to next level, with everyone dancing and enjoying themselves. The dance performance of Ayush, Pritha and Adrita also grabbed the attention of the audience. The environment was filled with extreme happiness with a pure vibe all around as everyone was enjoying forgetting all the grudges. Irrespective all their departments, everyone was putting abir on each other which clearly

Sumit Sarkar

In between the colours of joy and happiness, we all seemed to be lost in the aura of the Basants Utsav. We all gathered together and enjoyed every moment of happiness and that too filled with dance music as well.

Aryadeb Mukhopadhyay

ভাষা আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিবিজড়িত একটি দিন: ভাষা দিবস

বাপন দাস

"মোদের গরব ,মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা!"

১৯ মে আমাদের বাংলা ভাষা দিবস কারণ এই দিনে আমাদের বাংলা ভাষার জন্য অনেকে শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস তাই আমরা এই দিন বাংলা ভাষা (মাতৃভাষা) পালন করি। শুধু আমরাই নয় গোটা দুনিয়া স্বীকৃতি দিয়েছেন এই একুশে ফেব্রুয়ারি কে। একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আমাদের কলেজে সৈকত ঘোষ স্যারের নেতৃত্বে ও অন্যান্য বিভাগের শিক্ষক শিক্ষিকাদের ও ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় একটা ড্রামা ক্লাব গঠিত হয়।

তাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানের মধ্যে গান, নাচ, আবৃত্তি এসবের অন্তর্ভুক্ত থাকলে মূল আকর্ষণীয় ছিল একটি পথ নাটক। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বক্তৃতা ও কিছু গান দিয়ে হয় পরে নাচ ও দেখতে পাই, এটা পুরোটা একটা স্ট্রিট প্লে তাই অনেক জমায়েত দেখতে পাওয়া যায়। প্রায় এক ঘন্টা পর নাটক টা শুরু হওয়ার পালা আসে যেটি দেখার জন্য বেশিরভাগ দর্শক সেখানে জমায়েত হয় ।

প্রথমেই একদল ছাত্র ছাত্রীরা সভ্যের সীমা পেরিয়ে গান ও নাচ করে " হোয়াই দিস কলাবেরি ডি " ও" বাদাম বাদাম" গানে, তাদের এমন আচরণ দেখার ফলে আরেকদল ছাত্রছাত্রীরা বাধা দিতে আসে এই দিনে (আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা) এসব আচরণ করার জন্য, এভাবে দু'দলের মধ্যে ঝামেলা সৃষ্টি হয় শেষে দু দল একটি নাটক পরিবেশন করবে ওইদিন ঠিক হয়, এটি নাটকের প্রথম

দৃশ্য ছিল যা সবাই কে আরো আকৃষ্ট করেছিল, নাটকের ভিতর নাটক প্রদর্শনের জন্য। তারপরে দেখা যায় যে বিভিন্ন ভাষা জনগোষ্ঠীর এদের মধ্যে বিবাদ বাধে কোনটি রাষ্ট্রভাষা হবে এই নিয়ে।সেখানে নানান ভাষার উপস্থিতি দেখা যায় মূলত, বাংলা আন্দোলনকারীদের একটি গান থাকে বাংলা ভাষার প্রতীক হিসেবে যা নাটকটি কে বেশি বোধগম্য করতে সাহায্য করে "ওরা আমার মুখের ভাষা কাইরা নিতে চায় "।

এই গানের শেষ পর্যায়ে আন্দোলনকারীদের মধ্যে লড়াই এর মাধ্যমে ইতিহাসে ঘটে যাওয়া বিদ্রোহের চিত্র চোখে ফুটে আসে । যেখানে ব্যবহৃত হয় লাঠি এবং বাংলা ভাষার পক্ষে যারা আন্দোলন করছিলেন তাদের গলায় গামছা ছিল শহীদদের প্রতীক যা মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায় । তাঁদের নানাভাবে চুপ করানোর চেষ্টা করা হলেও তাদের আর্তনাদ প্রকাশ পায় জাফর ফিরোজ এর গান 'সালাম লিখেছে মা "এর মধ্য দিয়ে, পরে ভাষা নিয়ে নানান ঐতিহাসিক ঘটে যাওয়া ঘটনা উঠে আসে বক্তৃতার মাধমে, এভাবে নাটকের শেষ পর্যায়ে দিকে চলে যায় যেখানে আমাদের দেশে নানান সংস্কৃতি ও নানা ভাষাকে সম্মান ও মর্যাদা দেওয়ার কথা বলা হয় কারণ আমাদের দেশ নানান সংস্কৃতি ও বৈচিত্র্যপূর্ণ।শেষটা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা "ধনে ধান্য পুষ্প ভরা "গানের মাধ্যমে শেষ হয়।যেহেতু ড্রামা ক্লাব দ্বারা অনুষ্টিত এটি ছিলো প্রথম নাটক যেখানে সকলের চেষ্টা দর্শকের হাতের তালি ও প্রশংসায় বিশ্লেষণ করে তা কেমন হয়েছে , আশা করা যায় পরবর্তী বিভিন্ন নাটক ও কার্যকলাপের মাধ্যমে আরো বেশি সকলের মন জয় করবে ।

Bandel Magra Bigyan Mancha hosts eco-friendly Holi

Anoushka Dutta

Bandel Magra Bigyan Mancha took an initiative to make herbal abir and held a workshop on this on March 5, 2023. Students of schools and colleges who are interested in making herbal abir attended the workshop. The members of Bigyan Mancha arranged yellow marigold petals for yellow abir, cauliflower leaves for making green abir and red amarnath (lal sakh) for red abir.

The message they wanted to convey was that children and even adults should use herbal abir to celebrate Holi by avoiding various chemicals to protect themselves from skin disease. "Student present in this workshop are requested to convey this message this message to a large extent," said the secretary of the Mancha.

এক অবিস্মরণীয় চিত্র প্রদর্শনী

ইমন দাস

ব্রেনওয়্যার ইউনিভার্সিটি এর একজন শিক্ষার্থী এবং সদস্য হওয়ার দরুন ইউনিভার্সিটির অধ্যক্ষ এবং করুনাধ্ক্ষদের তরফ থেকে আমন্ত্রণ পাওয়া মাত্রই গত ১১ ফেব্রুয়ারির পুণ্যলগ্নে অর্থাৎ, শনিবার আমরা আমাদের স্বনামধন্য এবং শ্রদ্ধেয় আচার্য চ্যান্সেলর স্যার মাননীয় শ্রী ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি সোলো ডিজিটাল আর্ট এক্সিবিশন বা একক ডিজিটাল চিত্র প্রদর্শনী "Creative Contours"- এ উপস্থিত হই। সেদিন প্রদর্শনের সময়সীমা ছিল বেলা দুটো থেকে রাত আটটা পর্যন্ত এবং প্রদর্শনের স্থান ছিল গগনেন্দ্র শিল্প প্রদর্শশালা কলকাতা, যার অবস্থান রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র অর্থাৎ নন্দনের ঠিক পাশে। প্রদর্শনীতে প্রবেশ করা মাত্রই প্রথমত চোখ পরে বেশ কিছু চিত্রমালার ওপর যেগুলির প্রত্যেকটিরই সৃষ্টিকর্তা মাননীয় চ্যান্সেলর স্যার ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় এবং তার আশ্চর্য নিপুন প্রতিভা। ছবিগুলিকে অনন্য সাধারণ বা অসামান্য বললেও যেন নিতান্ত কমই বলা হয়। তার অভূতপূর্ব প্রতিভা এবং তার হাতের নিদারুণ স্পর্শে এবং প্রযুক্তিগত রংতুলির ছোঁয়ায় প্রত্যেকটি ছবি যেন এক দর্শনীয় মাত্রা বা পূর্ণতা অর্জন করেছে। ছবিগুলির সাথে সাথে ছবিগুলোকে দেওয়া পরিচয় শিরোনাম বা শিরলিপিগুলিও যেন ছবিগুলির মাত্রা বেশ কয়েকগুণ বাড়িয়ে তুলেছিল। প্রদর্শনীতে থাকা বেশ কয়েকটি চিত্রের শিরোনাম ছিল ঠিক এইরূপ যেমন :- "Pathway to Heaven, Indigenous Dreams, Vignettes of the past, Blowing in the wind, Survival strategies, Watching the world go by, In what distant deeps or skies, burnt the fire of their eyes?, Spellbound" এবং আরোও অনেক কিছু ।

প্রত্যেকটি ছবির নিজস্ব অন্তর্নিহিত অর্থ এবং মোহময়তা থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে একটি চিত্র অপরূপভাবে আমায় মোহিত করেছিল,

চ্যান্সেলর স্যার মাননীয় শ্রী ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

যার শিরোনাম "Pathway to Heaven" বা বাংলায় যাকে বলা চলে "স্বর্গগামী পথ"। ছবিটি ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করলে বোঝা যাবে তাতে ছিল সৃষ্টির এক অপরূপ মৃত্তিকা, একটি মন্ত্রমুগ্ধকর পত্রবিহীন বৃক্ষ এবং সৃষ্টির এক অনন্য সুন্দর পূর্ণচন্দ্র যার মোহময় স্নিগ্ধ আলোর ছটায় গোটা সৃষ্টি যেন এক অপরূপ পূর্ণতা পেয়েছে। চিত্রে যে মৃত্তিকার বর্ণনা করা হয়েছিল সেটি ছিল একেবারে সৌরজগৎ এবং গোটা সৌরমণ্ডলে থাকা গ্রহ-নক্ষত্রাদির কক্ষপথের স্বরূপ। ঠিক যেমন সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহ-নক্ষত্র, উপগ্রহগুলি নিজ নিজ কক্ষপথে আবর্তন করে ঠিক সেইরূপভাবে মৃত্তিকায় যেন একটি কেন্দ্রবিন্দু রয়েছে এবং কেন্দ্রটিকে ঘিরে বহু কক্ষ বা অরবিট প্রতিফলিত হয়েছিল। চাঁদের মৃদু আলোয় মৃত্তিকার কেন্দ্র এবং এক একটি প্রান্ত এক এক রকমভাবে যেন আদর্শময় হয়ে উঠেছিল। রূপকথার গল্পে যেমন বর্ণনা করা হয় সৃষ্টির সমস্ত সুখ এবং সৌন্দর্য স্বর্গে লুক্কায়িত থাকে ঠিক তেমনই এক আদর্শ প্রতিফলন যেন তার চিত্রে প্রস্ফুটিত হয়েছিল। তাঁর ডিজিটাইজড বা প্রযুক্তিগত রংতুলির নিদারুন স্পর্শে সামান্য পত্রবিহীন বৃক্ষটিকেও আমার কয়েক নিমিষে স্বর্গে অবস্থিত পারিজাত বৃক্ষের ন্যায় অনুভব হয়েছিল। কক্ষপথের ন্যায় মৃত্তিকার প্রত্যেকটি প্রান্তকে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করার পর কোথাও যেন আমর মনে হয়েছিল মৃত্তিকার প্রতিটি কণায় যেন পৃথিবীর সমস্ত সবুজ বনভূমি, বিপুল জলরাশি এবং রাশি রাশি জীবকূল সমাহিত। এছাড়াও, মৃত্তিকার প্রতিটি প্রান্তে এবং কেন্দ্রে যেন সৃষ্টির অজানা কিছু ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে। কক্ষপথের ন্যায় সুসজ্জিত মৃত্তিকার এক একটি অংশ ঠিক যেন কিছু অজানা হরফের স্বরূপ যা এক নিমিষে আমার কল্পনায় ধরা পরেছিল। এছাড়াও, চিত্রে উপস্থিত বৃক্ষটির প্রতিটি শাখা-প্রশাখা এবং পত্রবিহীন ডালপালাগুলি চাঁদের স্নিগ্ধ নির্মল আলোয় এক তড়িদাহিত চেহারা লাভ করেছিল।

গোটা চিত্রটিতে যেন, সৃষ্টির সমস্ত শেষ বা অন্তিম সীমানা প্রতিফলিত হয়েছে এবং যার বর্ণনা হিসেবে বলা চলে যেখানে এসে গোটা জীবকূলের চিরন্তন সুখ-সমৃদ্ধি লাভ হয়, যা আমার ক্ষুদ্র কল্পনায় ধরা পরে। দিনটি অতিমাত্রায় পূর্ণতা পায় শ্রদ্ধেয় চ্যান্সেলর স্যারের কন্ঠে রেকর্ড করা অপরূপ কিছু শ্রুতিমধুর রবীন্দ্রসংগীত শ্রুতির মাধ্যমে। যা সত্যি বলাবাহুল্য তার ভরসাটাইল বা বহুমুখী অপরূপ প্রতিভার পরিচয় রাখে। সবমিলিয়ে এরূপভাবে সমগ্র দিনটি আমার কাছে এবং গোটা ব্রেনওয়্যার পরিবারের সকল সদস্য-সদস্যাবৃন্দের কাছে এক স্মৃতিবেদনাতুর ইতিহাসের পথপ্রশস্ত করে।

গৌরবের ২৮

ইমন দাস

কথায় আছে জীবনের প্রত্যেকটি দিনই একটি নতুন দিন অর্থাৎ জীবনের প্রত্যেকটি দিন অতিবাহিত করার মধ্য দিয়ে এই জীবজগতের প্রত্যেকটি মানুষ কিছু না কিছু ক্ষুদ্র জ্ঞান অর্জন করেন বা নতুন নতুন অজানা বিষয়বস্তুগুলি সম্পর্কে অবগত হন। প্রত্যেকটি ভোরই জানান দেয় এক নতুন অনুভূতির এবং অভিজ্ঞতার। আমার জীবনেও গত ২৮ শে ফেব্রুয়ারির সকালটা শুরু হয়েছিল এক অনন্য অনুভূতির মধ্যে দিয়ে। সেদিন ছিল আমার প্রথম আউটরিচ প্রোগ্রাম। অনুষ্ঠানটি মূলত ব্রেনওয়্যার বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত এবং এনএসএস ও আইআইসি অর্থাৎ National Service Scheme এবং Institution's Innovation Council এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি প্রোগ্রাম বা অনুষ্ঠান। যখন প্রথম আমি জানতে পারি আমাকে নির্বাচন করা হয়েছে এই আউটরিচ প্রোগ্রামে অংশ নেওয়ার জন্য ঠিক তখনই আমার মনে কিছু অজানা প্রশ্ন বাসা বাঁধে যেমন - কি হয় এই আউটরিচ প্রোগ্রামে ? আর সেদিন কিভাবেই বা আমি অংশ নিতে পারবো এই অনুষ্ঠানে ? কিইবা করতে হবে আমায় সেদিন ?

অবশেষে বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের তত্ত্বাবধানে আমার মনের কোণে বাসা বাঁধা সুপ্ত প্রশ্নগুলির উত্তর মেলে। জানতে পারি ডিপার্টমেন্ট থেকে যাদের এই আউটরিচ প্রোগ্রামের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে তাদের প্রত্যেককেই সেদিনের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকার ভূমিকা পালন করতে হবে একটি বিদ্যায়তনে গিয়ে। যে বিষয়ের উপর আমাদের সেদিন বার্তালাপ করতে হবে তা হল - আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রযুক্তির ব্যবহারের বিভিন্ন দিক, সোশ্যাল মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলির ব্যবহার, প্লাটফর্মগুলির ব্যবহারিক সুবিধা-অসুবিধা, প্রযুক্তি ও সোশ্যাল মিডিয়ার নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং কিভাবে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মগুলির দ্বারা কোনো বিষয়বস্তুকে অভিনব করে তোলা যায় এবং কিভাবে সেগুলিকে সৃজনশীল বা সৃষ্টিশীল শিল্পে কাজে লাগানো যায় এছাড়াও এই অভিনবত্বের অথবা সৃষ্টিশীল বিষয়বস্তুগুলিকে কিভাবেই বা শিল্পদ্যোগমূলক বিকাশে আমরা ব্যবহার করতে পারি ইত্যাদি। যথারীতি বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আদেশ শিরোধার্য করে সেদিন অর্থাৎ, গত ২৮ শে ফেব্রুয়ারির বারবেলায় বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং একই বিভাগের উর্ধ্বতন বা অগ্রজ ভ্রাতা-ভগিনীদের হাত ধরে আমি পৌঁছাই সেই নির্বাচিত শিক্ষায়তনটিতে। শিক্ষায়তনটির নাম ছিল বড়বড়িয়া জুনিয়র হাইস্কুল, অবস্থান : জগন্নাথপুর, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা। বিদ্যায়তনটিতে প্রবেশ করা মাত্রই এক অদ্ভুত আমেজ আসে। বিদ্যায়তনের ছোট ছোট বাচ্চাগুলোর মধ্যে কোথায় যেন আমি নিজের সেই ছেলেবেলাকে এবং ছেলেবেলায় সেই মায়ের হাত ধরে স্কুলে যাওয়া, বন্ধুদের সাথে একত্রে বসে মিডডেমিলের স্বাদ নেওয়া, সেই চিরন্তন খেলাধুলা এবং প্রাণোচ্ছল দিনগুলিকে আবার ও একবার খুঁজে পাই। পুরনো স্মৃতিগুলো আমায় যেন আবার স্মৃতিবেদনাতুর করে তোলে। আজ চাইলেও যেন সেই রঙিন দিনগুলি আর ফিরে আসবেনা। যাইহোক সেদিন দ্বীপ্রহরে, ঘড়িতে সময় তখন দুটো আমরা শুরু করি আমাদের সেদিনের বৈঠক শিক্ষায়তনের শিক্ষার্থীদের এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের সমন্বয়ে। আমরা মূলত শিক্ষার্থীদের একটি প্রেজেন্টেশন দেখাই যেখানে থাকে প্রযুক্তি বা Technology বিষয়ক কিছু ছবি, ভিডিও, অ্যানিমেশন এবং সোশ্যাল মিডিয়া সম্পর্কিত বেশ কিছু বিষয়বস্তু। আমরা যে কজন বিভাগীয় শিক্ষার্থী সেখানে উপস্থিত ছিলাম ব্রেনওয়্যার বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে প্রত্যেকেই আমরা তাদের সাথে আলোচনা করি সেদিনের সেই প্রোগ্রামের বিশেষত্ব বা গুরুত্ব যেমন - ছাত্র জীবনে কিভাবে আমরা নিয়ন্ত্রিত উপায়ে প্রযুক্তি এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি ব্যবহার করতে পারব, অধিক ব্যবহারে প্ল্যাটফর্মগুলির বিভিন্ন দিক কিভাবে আমাদের উপরে এর অমানবিক প্রভাব বিস্তার করবে , কিভাবে আমরা প্ল্যাটফর্মগুলিকে অভিনবত্ব, সৃষ্টিশীল বা সৃজনশীল শিল্প এবং শিল্পদ্যোগমূলক বিকাশে কাজে লাগাতে পারবো এবং আরও অনেক কিছু। আমাদের সেদিনের সেই ক্ষুদ্র আলোচনাসভা বা বৈঠক ভীষণভাবে সাড়া ফেলেছিল তাদের মধ্যে এবং তারাও নিজেদের কিছু ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা এই আলোচনাসভার মধ্য দিয়ে আমাদের সাথে ভাগ করে নিয়েছিল। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে আমরা একটি Quiz Competition বা প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত করি। শিক্ষার্থীরা তীব্র উচ্ছ্বাসের সাহিত সেদিনের সেই প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিয়েছিল।

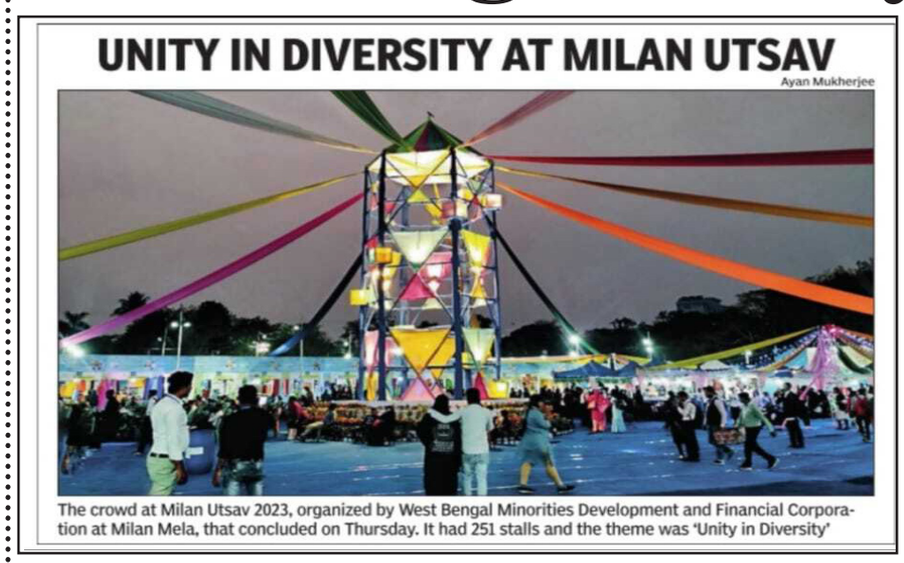

প্রশ্নোত্তর পর্বের শেষে সেদিন আমরা পাঁচজন শিক্ষার্থীকে বিজয়ী হিসেবে মনোনীত করি তাদের সঠিক উত্তরের নিরিখে। অনুষ্ঠানের একেবারে চূড়ান্তলগ্নে থাকে আমাদের করা ক্যুইজ কম্পিটিশন বা প্রশ্নোত্তর পর্বের পুরস্কার বিতরণী এবং সেই সঙ্গে আমাদের অনুরোধে শিক্ষায়তনের টিচার ইন-চার্জ (TIC) মাননীয় শ্রী প্রবাল সমাদ্দার মহাশয়ের মুখ থেকে শোনা এই অনুষ্ঠান বা প্রোগ্রাম সম্পর্কিত বেশ কিছু মূল্যবান ধ্বনি বা বার্তা। যা এককথায় অনবদ্য বা অসাধারণ বললেও সত্যিই খুবই ক্ষুদ্র বলা হয়। সবমিলিয়ে এক অনন্য সুন্দর এবং অভিজ্ঞতাপূর্ণ দিন অতিবাহিত হয়েছিল আমাদের। আমার স্মৃতিতে জীবনভর দিনটি চিরস্মরণীয় হয়ে রয়ে যাবে।

Interning for India's largest daily

UNITY IN DIVERSITY AT MILAN UTSAV

Ayan Mukherjee

The crowd at Milan Utsav 2023, organized by West Bengal Minorities Development and Financial Corporation at Milan Mela, that concluded on Thursday. It had 251 stalls and the theme was 'Unity in Diversity'

Ayan Mukherjee

I was given the chance to intern for one month in February 2023 at The Times of India, the most prestigious institution in the Indian media sector and India's largest selling newspaper.

It's not simple to get an internship in The Times of India. So working as an intern in its Kolkata office was like riding a roller coaster. I gained a lot of knowledge, including how to communicate with strangers, obtaining news from news sources, accurate field reporting, and many more. I must say that the staff members were really kind and helpful and I learnt a lot from them, including how to create a proper report in the traditional manner of journalism.

I attended many press conferences where I talked to various other journalists and tried to pick their brains for tips.

The nicest thing about TOI is that they treat their interns with respect and push them to learn as much as they can about their company, unlike other large corporations. They also provide bylines for their interns. Along with another intern, I received at least three bylines, had a stand-alone photo published, and two stories in the newspaper's news digest. They also handed me a certificate as a gesture of their appreciation.

Therefore, in just one month, I was able to have a thorough understanding of how a newspaper operates and what a reporter's main responsibilities are. I also had several conversations with and learned a lot from real-life reporters who have been covering news for 17 years. They generously shared their knowledge with me and supported me the entire month of my internship.

Reporting was first really challenging for me, but as time went on, I started to find it easier. The media sector, in my opinion, is one where you learn by practical application rather than theoretical understanding; you need to work in this field to fully learn and comprehend things.

Ayan Mukherjee at The Times of India office during his February internship and the articles published with his byline

ভাগ্যের পরিহাস

জীবন খাতার প্রতি পাতায় ,যতই লেখো হিসাব নিকাশ, কিছুই রবেনা

ইমন দাস

কথায় আছে বিধাতার লিখন কেউ খন্ডাতে পারে না অর্থাৎ আমরা চাইলেই এই ভাগ্যচক্রের গতিকে প্রতিহত করতে পারিনা।

সময়চক্রের সাথে ভাগ্যলিখনের যেন এক অদ্ভুত নারীর টান রয়েছে সেই জন্মলগ্ন থেকে। একটি অপরটির সাথে সর্বক্ষণ যেন পারস্পরিক এক বন্ধনে আবদ্ধ।

সময় যত এগোতে থাকে ঠিক ততই মানুষের ভাগ্যলিখন এর ক্রমশ উন্মোচন ঘটে। ঘটনাচক্রে এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় ধনী ব্যাবসায়ী ব্যক্তি তার ক্ষুদ্র পরিবার অর্থাৎ তার স্ত্রী,পুত্র এবং তার বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পিতা-মাতার সহিত কলকাতার এক নামজাদা অঞ্চলে বসবাস করতেন।

প্রচুর বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হওয়ায় ব্যক্তিটি বেশ দাম্ভিক ছিলেন। তার কর্মে ,চালচলনে বার্তালাপে সর্বদাই এক ভারিক্কি বা দাম্ভিকতা প্রকাশ পেত।

একদিন হঠাৎই এই সুখী পরিবারে বাসা বাঁধলো এক গার্হস্থ্য কলহ। যার শিকার হন তার বৃদ্ধ পিতা-মাতা। এই পারিবারিক গৃহহিংসার কারণ হিসেবে উঠে আসে ধনী ব্যক্তির তার পিতামাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব।

প্রস্তাব শুনে তার বৃদ্ধ পিতা-মাতা রাজি না হওয়ায় তিনি সিদ্ধান্ত নেন জোরপূর্বক তাদের বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানোর জন্য। ঢাল হয়ে দাঁড়ান তার স্ত্রী এবং তার কমবয়সী পুত্র। তার স্ত্রী তাকে অনেক বোঝান যে কেন তুমি এই দুঃসাহসিক অবিচার করবে তোমার বৃদ্ধ পিতা মাতার প্রতি ?

যারা তোমায় এই পৃথিবীর আলো দেখিয়েছে, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম তোমায় আজ প্রতিষ্ঠিত করে তুলেছে, আজ তুমি কিনা তাদেরই মাথার উপর ছাদ কেড়ে নিতে চাইছ। একথা বলার আগে তুমি একবারও ভাবলেনা স্থিরচিত্তে।

অন্যদিকে তার কম বয়সী পুত্রও চায় না দাদুদিদার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হতে। জন্মের পর থেকে যাদের স্নেহে, মমতার পরশে এবং ভালোবাসায় ক্রমশ সে বড় হয়ে উঠেছে তাদের সে কিভাবেই বা যেতে দিতে চায়।

স্ত্রীর কথার কোনরকম গুরুত্ব না দিয়েই তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকেন এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পিতা-মাতাকে এক প্রকার জোরপূর্বক তিনি বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানোর বন্দোবস্ত করেন এবং শেষে তিনি এ কাজে সফলও হন।

অধিক বিষয় সম্পত্তির মালিক হওয়ায় ছোট ছেলের কান্না থামানোর অস্ত্র হিসেবে ছেলেকে বিদেশে তার ভাইয়ের বাড়িতে স্থানান্তরিত করার আরও এক অমানবিক সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই তিনি নিয়ে ফেলেন।

এবং তিনি এমন বন্দোবস্ত করেন যাতে তার পুত্র একেবারে পড়াশোনা সেরে এবং কর্মজীবনে পদার্পণ করে তবেই বাড়ি ফিরতে পারে তার আগে কোনমতেই নয়। এ পরিকল্পনাতেও তিনি আশ্চর্যরকমভাবে জয়লাভ করেন। ছেলেটি বিদেশ পাড়ি দেয়।

সময়ের চাকা ক্রমশ যেন এগোতে থাকে। বহুকাল এভাবে পেরিয়ে যাবার পর হঠাৎই একদিন সেই ধনী ব্যক্তির কাছে খবর আসে তার আদরের ছেলে দেশে ফিরছে এবং সে এও জানতে পারে তার ছেলেটি আজ বিদেশের এক নামজাদা প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত। ধনী ব্যক্তিটি জানতে পারেন তার কাছ থেকে সমস্ত কিছু আত্মগোপন করে তার ছেলেটি এক বিদেশিনীর সাথে সেখানে বিবাহ বন্ধনে লিপ্ত হয়েছেন।

এবং সে দেশে ফিরছে তার স্ত্রীকে সঙ্গে করে। শুনে হতবাক হন তিনি। তিনি বাকরুদ্ধ হয়ে পরেন, তার বলার কোন ভাষা থাকে না। দিনের শেষে তার ছেলে বাড়িতে আসেন এক মস্ত বড় কালো গাড়ি চেপে এবং স্ত্রীকে সঙ্গে করে। ছেলেকে বহুযুগ পর দেখায় একপ্রকার বুকফাটা কান্নার সহিত তিনি বুকে জড়িয়ে ধরেন। এবং অভিমানের সহিত বলেন - বাবা তুই এত বড় হয়ে গেছিস যে তুই আমাদের কাছে সমস্ত কিছু আত্মগোপন করেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিস। এদেশে আমরা তো ছিলাম তোর ভালো মন্দ বিচার করার জন্য।

যাইহোক তোরা এবার ঘরে আয়। প্রথমদিকে বিদেশিনী পুত্রবধূর প্রতি একটু ক্রধান্বিত থাকলেও সময়ের সাথে সাথে অভিমানটা অনেকটাই গলে জল হয়ে যায় এবং তিনি মেনেও নেন তার পুত্রবধূকে।

কিছুদিন যেতে না যেতেই হঠাৎ একদিন সকালে ধনী ব্যক্তিটির বিদেশ ফেরত সুপ্রতিষ্ঠিত পুত্রটি তাকে প্রস্তাব দেন বাবা আমাদের এই বাড়িটা নেহাতই ছোট এছাড়াও আমার বন্ধু-বান্ধবীরা প্রায়শই যাতায়াত করে থাকে, বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনও কমবেশি লেগেই থাকে।

আর আমার মনে হয় এই ছোট বাড়িতে একসাথে এত মানুষ দমবন্ধকর পরিস্থিতির মধ্যে না থাকাটাই বরং ভালো। তাই আমি এবং আমার স্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোমাদের বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানোর জন্য। তোমরা রাজি না হলে আমাদেরই এ বাড়ি ছাড়তে হয়। আমরা আর এই দমবন্ধকর পরিবেশের মধ্যে দিন কাটাতে পারছি না।

ছেলের কথা শুনে বাবা-মায়ের কষ্টে বুক ফেটে যায় তবুও মুখ থেকে কিছু বলার উপায় থাকে না তাদের। ছেলেকে যাতে বাড়ি থেকে না বেরোতে হয় সেই কারণে বৃদ্ধ দম্পতিটি চাপা কষ্টের সহিত রাজিও হয়ে যান বৃদ্ধাশ্রমের উদ্দেশ্যে রওনার জন্য। এবং তারা শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধাশ্রমে স্থানান্তরিতও হন।

বৃদ্ধাশ্রমের প্রতিটা পাহাড় প্রমাণ দিন গুজরানের মধ্যে দিয়ে বৃদ্ধ ধনী দম্পতিটি স্মরণ করেন তাদের বৃদ্ধ পিতা-মাতাকেও তারা একদিন এদিন দেখিয়েছিলেন। আজ যেন সমস্ত কিছুই পাল্টা ফিরে এসেছে তাদের কাছে।

এভাবে বৃদ্ধাশ্রমের চার দেওয়ালের মধ্যে তাদের জীবন অতিবাহিত হতে থাকে এবং শেষে হঠাৎই একদিন তাদের জীবনচক্র থমকে যায়।

কথায় আছে এজন্মের পাপকর্মের ফল এজন্মেই ঈশ্বর আমাদেরকে ঠিক পাইয়ে দেন। এই বিধাতার লিখন খন্ডাবার সাধ্যি যেন কারও নেই।

কাজেই যেমন কর্ম করা হবে তার ঠিক তেমনিই ফল ভোগ করতে হবে সকলকে।

Internship at Prayasam

salt lake city
PRAYASAM
www.prayasam.org

Sourav Mandal

After the end of first semester examinations, we had around 15 days' break before the start of the second semester and we wanted to utilise those 15 days in order to learn new things. Shikha Kumari Yadav, my classmate, and I did an internship at an NGO called Prayasam.

Our internship started on February 9, with an orientation by Manish Choudhury, our internship coordinator, who briefed us about our role in the organization and its rules and regulations.

During the internship period, I studied documents and references on one of Prayasam's enterprises- Prayasam Visual Basics (PVB) which is a grassroots visual studio and prepared a keynote to pitch the concept of PVB.

Then, I also helped in doing research on finding out different agencies and media houses where I submitted the concept of PVB.

Our internship period was too small due to the commencement of the second semester, and it ended on February 21. Apart from the work, we also had some fun time at their rooftop cafe where we had our tea and snacks every evening, and we also played with their pet dog Aalapi, whom I miss the most.

For Shikha and me, it was our first time working for an NGO and we tried to make the most of it. We tried, sometimes we failed, but most importantly, we learnt a lot. We got to know a lot about ourselves and where we stand.

Hence, I can say that it was indeed an enriching experience working for Prayasam.

নীলাঞ্জন

সহেলী ঘোষ

১

ভেবেছিলাম-
বোধহয় গোলাপটি সে নেবে না।
তার নীল রঙ তাকে আকৃষ্ট করবে না,
তার নরম কাঁটাগুলি তাকে বিদ্ধ করবে না,
ঝকঝকে পাতাগুলি "তার" মনে দাগ কাটবে না,
বা তার নীল পাপড়িগুলি তাকে মুগ্ধ করবে না।

২

হোক না তা শুকনো,
ঝরুক না সেই পাতাগুলি,
শিথিল হয়ে পড়ুক নীল পাপড়ি,
দৃঢ় হয়ে উঠুক কাঁটাগুলি।
যা আমার মনে কেটেছিল রক্তের একটা কালো দাগ।

৩

মুছবে কি সেই রক্ত?
ঘুচবে কি সেই অন্ধকার?
সারবে কি সেই ক্ষত?
যাকে মনে করে আমি দিনের পর দিন তুলেছিলাম-
একটি করে গোলাপ।

৪

যত্ন করতে পারিনি,
বলতে পারিনি মুখ ফুটে,
দেখতে পারিনি ঠিকমতো,
অথবা গোপন রাখতে পারিনি কথাগুলো।
শত বেদনার মাঝেও,
মনে পড়ে-
আমার সাধের বানানো ব্যালকনিটির-
সেই অন্ধকার কোণায় রাখা ফুলদানীটিতে-
আজ ও পড়ে আছে,
শুকনো হয়ে!
শুকনো হয়ে!
শুকনো হয়ে!

পড়ন্ত বিকেলের মিষ্টি বসন্ত। ছবি: স্নেহা কুন্ডু

A heart without dreams is like a bird without feathers.
Picture by Krishnendu Ghosh

জলপ্রপাত কবে নিভে গিয়ে আগুন বিষাদের রং বহুদূর থেকে গাঢ় কত মানুষের হাত
বলে কিছু নেই তুমি তো তবুও জড়িয়ে ধরতে পারো
ছবি: সুপ্রতীক রায়

Nature loves all her forms.
Picture by Ujjwal Kumar Mandal

Old memories. Picture by Sukalyan Banerjee

গ্রীষ্মের দুপুরে গঙ্গার পাড় ছবি: গৌরব নন্দী

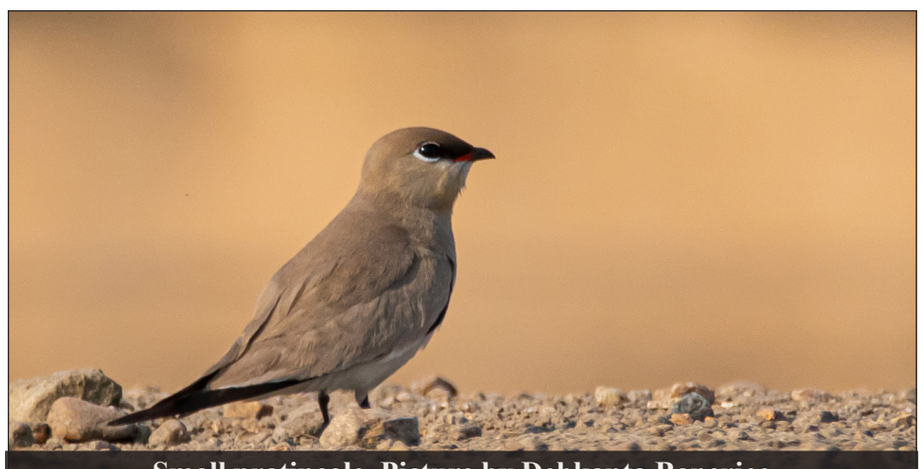

Small pratincole. Picture by Debkanta Banerjee

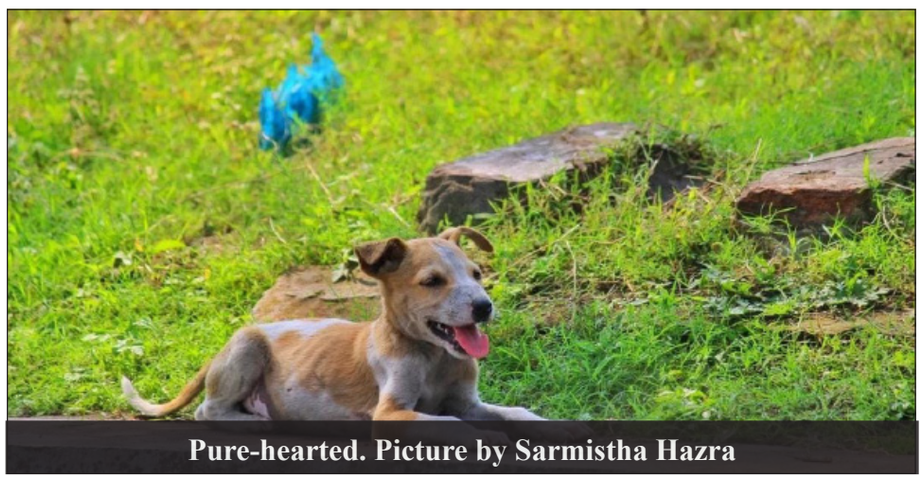

Pure-hearted. Picture by Sarmistha Hazra

Mandala art. Illustration by Diya Mistry

ছোটো শিশুর মৃৎশিল্প। ছবি: সৌমিলি ভৌমিক

The legendary entity of a folk composer

Suprita Dutta Roy catches up with renowned composer **Satyaki Banerjee**

Satyaki Banerjee

Satyaki Banerjee started learning music when he was a kid. When he was in first year during his college time, he went to "Posh Mela" with his 4 friends. That was the first time he saw and listened to folk (Baul) music and all those instruments which are mostly used in folk music. In that time when he first listened to Baul songs, for him it was very attractive. Baul is for him like talking and expressing emotions through a song and music. Baul is completely different from modern form of classical music, Baul music connecting yourself with others through music. He loves to interact with people through music and he also stated that loves to hang out with people. When he came back to Kolkata, in that time he used to listen songs through cassette's and he used to sing those songs. Then things changed, it was still not the time he was started making music, that time he used to go to different places for singing in Jadavpur. He also stated that during his first year, he also used to listen to Bengali musical band Moheener Ghoraguli, through their songs he was heavily influenced. Before that he never thought of making Baul songs, but that time he had a mindset of composing music. Through these two he got very influenced to Baul music. He starts his day with Baul music, for him it has become necessity now. When he got chance in JNU, he wanted to take sarod with him, but unfortunately his mother refused to give him the sarod when he was leaving for JNU. For his point of view he stated that his mother made a great decision that time because the maker of that sarod is no more, and that sarod is handmade. After that he purchased a khamak, but he didn't knew how to play that instrument. After, when his mother refused to give him sarod, he purchased a dotara and went to JNU with that, for him which is a small version sarod.

Then he started singing with dotara. After passing out from JNU he started teaching for 4years, where he used to get ₹2000 as a monthly salary in the year of 2003-2007. Then one day he when to one studio for playing sarod for Rabindra Sangeet, in that time he earned ₹2000 in a single day. After that he thought "why wouldn't I make my career in music? Where I can make ₹2000 in a single day". His parents always encouraged him to make career in music and his parents are happy for it. He also stated that he would not like to perform again in Coke Studio because of anti coke movement but he is not part of it. The time when Coke Studio happened to him he didn't knew anything about the movement. For him Coke Studio is too big Earth for him and he is into little things and intimate things in which his music flows in much more spirit and honest ways. For him music is not all about earning. He stated some words of Ishwar Chandra Vidyasagar that " Hain re pora pet tor jonno ki na korlam, Soroshshoti ke bandor moton nachalam ghore ghore". Because of that he feels bad about it. He doesn't feel good to sing those songs of those people who are not in this world anymore and after those legends, he doesn't feel good to earn money from those legend's songs, for his point of view it is an injustice. He doesn't like to scratch the original form of song. For him music is a form of medicine which heal people souls.

He's planning to make an album with his old friends, were his Baul journey has been started. He stated that those songs will be recorded in freely with open windows with video document. And the album will consist of 100 songs. And he has an another plan that he will make an album of nursery rhymes. He want to release an nursery rhymes album because in today's generation kids doesn't take interest in music, they are more interested in adult songs like "dhak dhak karne laga" or "choli ke piche kya ", because of that the role of a child is missing. He stated that he will work with 5-7 age children in that album.

মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ী তিতাস সাধু

সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছে অনুষ্কা দত্ত ও অর্কদ্যুতি দাস।

প্রথমআন্ডার ১৯ খেলার অভিজ্ঞতা কেমন?

= এই ম্যাচটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ আমি প্রথমবার খেলছি। প্রথমবার খেলে জয়ী হতে পেরেছি এটাতেই সবাই খুশি এবং আমিও খুশি হয়েছি। এটা আশা করতে পারিনি প্রথম খেলাতে জয়ী হবো। সবাই অনেক অভিনন্দন জানিয়েছে।

তোমার এই জয়ীতে পরিবার এবং বন্ধুদের বক্তব্য কী?

= আমার এই জয়তে সবাই খুব খুশি এবং অভিনন্দন জানিয়েছে এবং তার সাথে আরও ভালো করে খেলার পরামর্শ দিয়েছে।

প্রথমবার WBPL খেলার সুযোগ পেয়ে কেমন লাগছে এবং তুমি কি কি স্ট্রাটেজি প্রয়োগ করতে চাও?

= যেহেতু WBPL প্রথমবার হচ্ছে তাই কি রকম খেলা হয় সেটার কোনো সঠিক ধারণা নেই। তবে আমি আমার বেস্ট দেওয়ার চেষ্টা করব।

Titas Sadhu

এই ক্রিকেট খেলার জন্য তুমি বাড়ি থেকে কতটা সাপোর্ট পেয়েছ?

বাড়ি থেকে এরকম কোন প্রেসার ছিল না যে শুধু পড়াশোনা করতে হবে। সব সময় আমাকে বলা হয়েছে যেটাই করবে সেটাই ভালো করে মন দিয়ে করবে।

MY EXPERIENCE

WITH BRAINWARE UNIVERSITY INTERNSHIP PROGRAMME

Aiyushe Maity

Whenever someone asks me about how my relation with Brainware University has helped me become a better person, only three things come to my mind -personal growth, personality development and polished skills. When I started reporting for our college fest since the last year, I have noticed a lot of changes and growth in myself.

I am extremely grateful to our Chancellor Sir for providing me with an oppurtunity to start an internship in Brainware University and for inviting me to be the official reporter for his art exhibition. It was definitely a huge challenge for me since a lot of dignitaries would be present and also because it would be my first reporting assignment outside of college.

Even though I was extremely intimidated and nervous, I tried my best to perform well. I was lucky to have my mother, friends, juniors there with me to support and cheer me. I got the oppurtunity to interview and interact with great personalities and got an insight about their success mindset. Even though I could interview the dignatories quite easily, I was extremely nervous to interview our beloved teacher Sudipta Ma'am. Sudipta Ma'am on the other hand, was the usual calm and supportive self and she really helped me to keep my composure.

I will forever be thankful to Brainware University for providing me with such amazing opportunities that helps me grow up both personally and professionally

A cure for Odia film industry: Daman

Payal Dhauria

Although the Odia film industry is one of the oldest in the world and has given rise to numerous original storylines, for the past several years it has been mired in a cycle of producing over-saturated or South Indian movie remakes.

When DAMaN, abbreviation for Durgama Anchalare Malaria Nirakarana directed by Vishal Mourya and Debi Prasad Lenka got released in November of 2022, it became such a huge success that after a long time an Odia film got a hindi release for the entire nation to see.

The narrative centers on Dr. Siddharth Mohanty, played by Babushaan Mohanty, who is assigned to a cut-off tribal area in the Malkangiri district of Odisha, since as per the guidelines of Government of Odisha, doctors must spend five years in tribal areas after finishing their MBBS. The film revolves around the handful of residents of the area, their superstitious way of life, the dominance of the naxals, and Dr. Mohanty, who tries to teach them about basic healthcare.

The film does not try to be groundbreaking as the audience can tell when the next emotional sequence is coming and yet, it manages to hold their attention as the protagonist gets over the dissatisfaction of having to be in this area to him actually caring about the people and the situation they are in.

DAMaN initially appears cramped as our protagonist tries to settle in the dense environment, but they gradually become more spacious as he becomes more comfortable among the others. The visuals are shot in extremely muted colours to depict rural India or, in this case, a region that has been abandoned by the state itself.

This adventure-drama film may just be a stepping stone for a forgotten and left behind industry like the Odia film industry, to create unique stories again that will get noticed by the nation.